

ডিবেটিং ক্লাব (এসো ভাবে শিখি, যুক্তি ও তর্কে মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ করি)

বিতর্ক কি?

বিতর্ক হচ্ছে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করা। একটি নির্ধারিত বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে নিজের যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই **বিতর্কের** মূল উদ্দেশ্য। **বিতর্কের** মাধ্যমে নিজের বলার ও জানার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। **বিতর্ক** হচ্ছে যুক্তি-তর্কের খেলা। বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তির আয়নার নিজের ভাবনাগুলোকে প্রতিফলিত করা যায়। এর ফলে বাড়ে চিন্তার পরিধি, জ্ঞান আর প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা কেন প্রয়োজন?

বিতর্ক একজন মানুষকে বিস্তারিত জটিল বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে শেখায় আর কেবল তাই নয় – শেখায় কীভাবে উপস্থিত সবাইকে – বিচারক ও প্রতিপক্ষ সহ – নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে দিতে হয়। যেকোন কাঙ্ক্ষেই এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্কিল।

ডিবেটিং ক্লাব

এ **ক্লাবের** উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান চর্চা এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করা। এ **ক্লাবের** মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিতর্কের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে **ক্লাবের** সদস্যরা তাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে।

বিতর্কের নিয়মাবলী

যেকোনো ভাষার ব্যাকরণ জানা থাকলে সেই ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করা যায়। ব্যাকরণ মানে নিয়ম বা রীতি। বিতর্কেরও ব্যাকরণ রয়েছে। এই ব্যাকরণ কিন্তু নিরস কোনো বিষয় নয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দুটি পক্ষ থাকে। প্রতি দলে সাধারণত তিনজন সদস্য থাকেন। বিতর্ক পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি বা মডারেটর থাকেন। মূল্যায়ন করার জন্য তিন বা ততোধিক সদস্যের বিচারকমণ্ডলী থাকেন। প্রস্তাব বা বিষয়ের পক্ষে বিতর্ক করে একটি দল। বিপক্ষে বিতর্ক করে অন্য দলটি। প্রত্যেক বক্তা পাঁচ মিনিট কথা বলার সময় পান। দুই দলনেতা যুক্তিখণ্ডনের জন্য অতিরিক্ত দুই মিনিট সময় পান। অর্থাৎ বিতর্ক একটি দলীয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার জন্য এখন আমরা বিতর্কের ব্যাকরণ নিয়ে কথা বলব। সেই ব্যাকরণের প্রথম বিষয় স্ক্রিপ্ট।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার স্ক্রিপ্ট

যেকোনো **বিতর্কে স্ক্রিপ্টের** সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে স্বল্পতম স্ক্রিপ্টনির্ভরতা। একটি ছোট কাগজে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো থাকতে পারে। প্রয়োজনে সেটি দেখে নিজের বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতে হবে। কেউ যদি একান্ত অপারগ হয়ে পুরো **স্ক্রিপ্ট** নিয়ে মঞ্চে যান, তবে তা অবশ্যই ছোট ছোট কাগজে লিখে একত্রে স্ট্যাপলার করে নিতে হবে।

পক্ষ দল

প্রথম বক্তা

দ্বিতীয় বক্তা

দলনেতা

বিপক্ষ দল

প্রথম বক্তা

দ্বিতীয় বক্তা

দলনেতা

বিতর্কের শুরুতে কি বলতে হয়?

স্পিকারকে **শুরুতে** একবার সম্বোধন করে বক্তব্য শুরু এবং শেষে একবার ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেই তিনি খুশি থাকবেন। এর বেশি ডাকাডাকির দরকার নেই। বিতর্কিকের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, ভাষার ব্যবহার হতে হবে শুদ্ধ এবং স্পষ্ট। ভালো উচ্চারণ ও শব্দচয়ন সহজেই শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে।

বিতর্কের নানা রূপ

প্রথম বক্তাঃ পক্ষ দলের প্রথম বক্তা বিষয়টিকে সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়ন করবেন, বিষয়ের পক্ষে দলের অবস্থান স্পষ্ট করবেন এবং সম্ভাব্য দু'একটি যুক্তি খন্ডন করবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা পক্ষ দলের প্রথম বক্তার দেয়া সংজ্ঞায়নের মেনে নেয়া অংশ বাদে যদি প্রয়োজন হয় বাকী মূল শব্দগুলোর সংজ্ঞায়ন করবেন, বিষয়ের বিপক্ষে দলের অবস্থান স্পষ্ট করবেন এবং ১ম বক্তার দু'চারটি যুক্তি খন্ডন করবেন।

দ্বিতীয় বক্তাঃ পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তার দেয়া দলীয় কৌশল ও অবস্থানের ব্যাখ্যা এবং তা খন্ডন করে বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে প্রথম বক্তার দেয়া দলীয় অবস্থান আরও স্পষ্ট করে যাবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তাও পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তার ন্যায় তার দলের পক্ষে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবেন।

দলনেতাঃ পক্ষ দলের দলনেতা তার প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তার বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে তার দলের পক্ষে প্রমাণ করে যাবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের দলনেতাও তার দলের পক্ষে বিষয়টিকে প্রমাণ করে যাবেন।

যুক্তি খন্ডন পর্বঃ পক্ষ দলের দলনেতা বিপক্ষ দলের তিনজন বক্তার প্রদত্ত যুক্তিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলো ধরে ধরে খন্ডন করে তাদের যুক্তিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের দলনেতাও পক্ষ দলের প্রদত্ত যুক্তিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলো খন্ডন করে তাদের যুক্তিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবেন।

বিতর্কের সময় আয়োজক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন। তবে তা সাধারণত বিতর্কের মূল পর্বের জন্য প্রত্যেক বক্তা ৩-৫ মিনিট করে (এক মিনিট পূর্বে সতর্ক সংকেত বাজাতে হবে) ও যুক্তি খন্ডন পর্বে উভয় দলের দলনেতা ২ মিনিট করে সময় পাবেন (দেড় মিনিটে সতর্ক সংকেত বাজাতে হবে)।

সনাতনী বিতর্কে সাধারণত সংজ্ঞায়ন, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, তথ্য, তত্ত্ব ও উদাহরণ প্রদান, যুক্তি প্রয়োগ ও খন্ডন প্রভৃতি বিষয়ে নাম্বার প্রদান করা হয়ে থাকে।

২। বারোয়ারী বিতর্ক

বিতর্কের সবচেয়ে শিল্পিত ধারার নাম বারোয়ারী বিতর্ক। এ বিতর্কে পক্ষ-বিপক্ষ থাকে না। প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে নিজের মনের জানালা খুলে ভাবতে পারে। ভাবনার অভিনব ও সৃষ্টিশীলতা এ বিতর্কের প্রাণ। এ ধারার বিতর্কের বিষয়গুলোও হয় একটু ভিন্ন ধরনের-যেমন- 'এসো নতুন সূর্য রচনা করি'-এক্ষেত্রে বিতর্কিত তার ইচ্ছে মত সূর্য বিশ্লেষণ করতে পারে স্বপ্ন দেখতে পারে/স্বপ্নে আসে শুধু ইত্যাদি।

- প্রথমেই সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সুন্দর ও সৃজনশীল একটি স্ট্যান্ড পয়েন্ট দাঁড় করাতে হবে।
- স্ট্যান্ড পয়েন্টটি দাঁড় করানোর পর বিষয়ের সাথে তার একটি সুন্দর সম্পর্ক দাঁড় করাতে হবে।
- এরপর বিভিন্ন যুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করে বিষয়টিকে প্রদত্ত স্ট্যান্ড পয়েন্টের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ট্যান্ড পয়েন্ট নেয়া যাবে না এবং প্রদত্ত স্ট্যান্ড পয়েন্টের বাইরেও যাওয়া যাবে না। বিভিন্ন উদাহরণ আসলেও তা স্ট্যান্ড পয়েন্টের সাথে সম্পর্কিত করতে হবে।
- এ বিতর্কে বিষয়, আবেগ ও শব্দচয়নের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য তৈরী করতে হবে। শব্দ চয়ন হতে হবে চমৎকার বিষয় ও স্ট্যান্ড পয়েন্ট যেভাবে দাবী করে সেভাবে আবেগ দিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে।

৩। সংসদীয় বিতর্ক

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল সংসদীয় বিতর্ক। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের অনুসরণে এ বিতর্ক করা হয়। সনাতনী বিতর্কের মত এ বিতর্কেও দু'টি দলে ৬ জন বিতর্কিত অংশ নেন। পক্ষদল সরকারী দল এবং বিপক্ষ দল বিরোধী দল হিসেবে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। সরকারী দলের ৩ বিতর্কিত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য এবং বিরোধী দলের ৩ বিতর্কিত বিরোধী দলীয় নেতা, উপনেতা ও সংসদ সদস্য হিসেবে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। মডারেটরকে স্পীকার হিসেবে সম্বোধন করতে হয়। সংসদীয় বিতর্ক অল্প সময়েই প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠার মূল কারণ হল এ ধারার বিতর্কের প্রাণ-পয়েন্টসমূহ। সংসদীয় ধারার বিতর্কে তিন ধরনের পয়েন্ট উত্থাপিত হয়- পয়েন্ট অব অর্ডার, পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ এবং পয়েন্ট অব ইনফরমেশন

৪। জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক

এই বিতর্কে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা-সম্ভাবনা এবং সমস্যার সমাধান কল্পে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ পরিষদে যেমন-প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি থাকে ঠিক তেমনি এই বিতর্কে তর্কিকরা নির্দিষ্ট একটি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিজ দেশের পররাষ্ট্রনীতির আলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন সমস্যা এবং এর সমাধানকল্পে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরেন। একজন সভাপতি পুরো বিতর্কটি মডারেট করেন এবং তর্কিকরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

৫। টি-ফরমেট বিতর্ক

এটি পার্লামেন্টারী বিতর্কের মতই। এখানে চারটি দল অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক দলে ২জন বিতর্কিত থাকেন। দলগুলোকে সরকারি দল ১,

সরকারি দল ২, বিরোধী দল ১ এবং বিরোধী দল ২ বলে। পার্লামেন্টারি বিতর্কের মতই সব নিয়ম এখানে প্রযোজ্য। তবে সরকারি দল ২ সরকারি ১ এর সংজ্ঞা ও বিশেষণ তাদের দলীয় অবস্থান থেকে নতুনভাবে করতে পারবেন। অনুরূপ বিরোধী দলেরও এই সুযোগ থাকছে।

৬। প্লানচ্যাট বিতর্ক

বিতর্কের এই রূপটি প্রতিযোগিতার জন্য নহে। সাধারণত Show Debate হিসেবে এই বিতর্ক করা হয়। খুবই রোমাঞ্চকর এই বিতর্ক। এই বিতর্ক করতে পরিবেশটি লাগে আলো-আঁধারের মত। সচরাচর মোম জালিয়ে কিংবা মাটির প্রদীপ জালিয়ে বিতর্ক মঞ্চটি সাজানো হয়। আলো-আঁধারের মধ্যে বিতর্কিকরা বসে থাকেন। অথবা মঞ্চের পেছনেও থাকতে পারেন। এই বিতর্কটি অতীত ও বর্তমানের আলোচিত কিছু চরিত্র (ইতিবাচক-নেতিবাচক) নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। একে একে বিভিন্ন চরিত্র এসে তাদের কৃতকর্মের বর্ণনা দেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করেন। একজনের বিতর্ক শেষে উপস্থিত দর্শকসারি থেকে উক্ত তর্কিককে প্রশ্ন করা যাবে-তার চরিত্র বা কৃতকর্ম সংশ্লিষ্ট। মৃত বা জীবিত দু'ধরনের চরিত্রই প্লানচ্যাট বিতর্কে উপস্থিত হয়। এই বিতর্কে সবচেয়ে মজার কাজটি করে থাকেন বিতর্ক মডারেটর। যিনি পর্দার আড়াল থেকে পুরো বিতর্কটি পরিচালনা করে উপভোগ্য করে তোলেন। এই বিতর্কে যিনি মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন তাকে 'গুঁঝা' বলা হয়।

৭। রম্য বিতর্ক

সাধারণতঃ বিতর্ক অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতা মনোরঞ্জনের জন্য প্রীতি বিতর্ক হিসেবে রম্য বিতর্কের আয়োজন করা হয়। একটু চটুল বিষয় নির্ধারণ করা হয় এ ধরনের বিতর্কে। যেমন- “মন নয় চাই মোটা মানিব্যাগ, সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ত্যাগ বেশী।” এবং বিতর্কিকরাও এই বিতর্কে হাস্যরসাত্মক ভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সনাতনী ও সংসদীয় উভয় ফরমেটে রম্য বিতর্ক করা হয়।

৮। আঞ্চলিক বিতর্ক

আঞ্চলিক বিতর্ক রম্য বিতর্কেরই একটি ধারা। বারোয়ারী ফরমেটে এ বিতর্কে প্রত্যেক বিতর্কিক নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় বিতর্ক করে থাকে। যেমন, একটি বিতর্কে ৬ জন বিতর্কিক যথাক্রমে বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা (অবশ্যই পুরান ঢাকাইয়া) ও দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় বিতর্ক করতে পারে। এ বিতর্কে বিতর্কিক সংখ্যা যে কোন সংখ্যার হতে পারে।

৯। জুটি বিতর্ক

এই বিতর্কটিও 'শো-ডিবেট' হিসেবে জনপ্রিয়। জীবিত অথবা মৃত বাস্তব জুটি, অথবা সিনেমা, নাটক, কিংবা উপন্যাসে জনপ্রিয় কোন জুটির ভূমিকায় ২ জন করে এ বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে। জুটি সংখ্যা যে কোন মাত্রার হতে পারে, যেমনঃ দেবদাস-পার্বতী, অমিত-লাবণ্য, ডি ক্যাপ্রিয়-উইন্সলেট, বাকেরভাই-মুনা ইত্যাদি চরিত্রে বিতর্ক হয়। তারা প্রত্যেকে নিজেদের ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

ইংরেজি মাধ্যমে বিতর্ক:

আলোচিত ৯ ধরনের বিতর্কের মধ্যে আঞ্চলিক বিতর্ক ছাড়া বাকী ৮ ধরনের বিতর্কই ইংরেজি মাধ্যমে করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজি মাধ্যমে ৩ ধরনের বিতর্ক হয়।

১০। Traditional Formate

সনাতনী ধারার বিতর্কের সব নিয়ম নীতি মেনে Traditional Formate এর বিতর্ক হয়।

১১। Parliamentary Formate

ইংরেজি মাধ্যমে Parliamentary Formate কেই বাংলা মাধ্যমে সংসদীয় বিতর্ক বলা হয়ে থাকে। নিয়ম নীতি একই শুধু ভাষা ভিন্ন।

১২। World's Formate

International Debate Compitition যে ফরমেটে অনুষ্ঠিত হয় তাকে World's Formate বলে। এই বিতর্কে একই সাথে একই বিষয়ে ৪টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতি দলে বিতর্কিক থাকেন ২জন। তারা Gov-১, Gov-২, Opp-১, Opp-২ নামে পরিচিত হয়।

আলোচিত ১২ ধরনের বিতর্কের বাইরেও বিতর্ক থাকতে পারে। তবে প্রতিযোগিতা মূলক বিতর্কে সনাতনী, বারোয়ারী ও সংসদীয় বিতর্ক হয়। অন্যান্য ফরম্যাটগুলো বিতর্কিকদের আকৃষ্ট করার জন্য বা নতুনদের এই শিল্পটির সাথে পরিচিত করার জন্য আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই শিল্পটির অব্যাহত চর্চাই পারে আগামী প্রজন্মকে 'নতুন বাংলাদেশ' উপহার দিতে। শক্তির জোর নয় যুক্তির জোর দিয়ে সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিতর্কিকরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে সেই স্বপ্ন আমরা দেখতেই পারি।